উল্কা পাহাড়

পরিমল পাত্র

পুনশ্চ

ভূমিকা

জাতিস্মর পূর্বজন্ম-পরজন্ম বা ভূত আমরা বিশ্বাস করি বা না করি এদের নিয়ে গল্প শুনতে সবারই ভালো লাগে। এখানে তেমন কিছু নেই তবে পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করার একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত আমার এই উল্কা পাহাড়।

আদিম মানুষ আর তাদের জীবন প্রণালী, তাদের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার ও অজ্ঞতা নিয়ে লেখা বড়ো একটা দেখা যায় না—অন্তত আমার জানা নেই। এদের নিয়ে লেখার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। এদের কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস কিছু কিছু আজও সভ্য সমাজে টিকে আছে। সেই আদিমযুগের মানুষের মন থেকে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করার জন্যেই আমার টুঙ্গাই চরিত্রের সৃষ্টি। আর তাকে বিজ্ঞানমনস্ক করার উদ্দেশ্যে রাম নামে এক নিষ্পাপ কিশোরকে ম্যালেরিয়ার কবলে ফেলা। এখানে জাতিস্মর বা পূর্বজন্ম পরজন্মের কথা কিছু নেই। ম্যালেরিয়ার জ্বরে মানুষ অর্ধচেতন ঘুমের ঘোরে নিজের চিন্তার জগতে বিচরণ করে একথা সত্য। আর তাকে কেন্দ্র করেই 'উল্কা পাহাড়'-এর ভিত্তি।

আজকের ফোর-জি/ফাইভ-জি যুগে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস কতখানি জায়গা করে নিতে পারবে জানি না। তবে আশা রাখি ইন্টারনেট, ফেসবুক ভিডিও গেম-এর দানব নীলতিমির করাল গ্রাস থেকে কিশোর ও তরুণদের বের করে আনবে 'উল্কাপাহাড়'-এর মতো বিশিষ্ট রচনা।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই 'পুনশ্চ'-এর কর্ণধার শ্রীযুক্ত সন্দীপ নায়ক মহাশয়কে যিনি আমার 'উল্কা পাহাড়' প্রকাশনায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

পুস্তিকাটি বাংলার তরুণ ও কিশোর সমাজে আদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

পরিমল পাত্র

কলকাতা বইমেলা

২০১৮

শীতের পড়ন্ত বিকেল। খামারে পাকা ধান উঠছে। পশ্চিমের বাঁকুড়া পুরুলিয়ার সাঁওতালের দল বাঁকে ধানের বোঝা বেঁধে কাঁধে বয়ে আনছে মাঠ থেকে খামারে। এরপর গোল করে ধানের আঁটি সাজিয়ে গাদা দেবে। প্রতিবছরই ধানকাটার মরশুমে পশ্চিম থেকে আদিবাসীদের ছোটোবড়ো দল চলে আসে হুগলি-হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে। কাজের খোঁজে। এমনই এক-একটা দল রামের বাবা ধরে আনেন। এ বছরও ওরা এসেছে—নিজেরাই এসেছে। গত বছর ওদের বারবার অনুরোধ করা হয়েছিল। এবারও পুজোর পর ওদের জবাবি পোস্টকার্ডে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছিল আসার জন্যে। বুধু সর্দার সে চিঠি পেয়েছিল।

বিকাল গড়িয়ে সন্ধে নেমেছে। ধামায় মুড়ি আর বড়ো কেটলিতে চা আনা হয়েছে। ছোটো ছোটো পেতলের গেলাসে চা নিয়ে মজুররা চা খাচ্ছে ধামার চারদিকে বসে। কেউ কেউ নিজের গামছায় মুড়ি নিয়ে একটু দূরে সরে বসেছে। চা খেতে খেতে ওরা নিজেদের ভাষায় কথা বলে।

পশ্চিমের কথা এদের মুখে শুনতে রাম খুব ভালোবাসে। এদের সর্দার বুধু তাকে ধনুক আর তির বানিয়ে দিয়েছে। সেটা তার সর্বক্ষণের সাথী। সে এতক্ষণ চুপটি করে দেখছিল ধানের আঁটি সাজিয়ে গাদা দেওয়া। শ্যাম তার পাশে এসে বসেছিল। ও দিকে রামের বাবা ও আর কেউ কেউ বৈষয়িক কথাবার্তা কইছিলেন।

রাম সর্দারকে বলে—সর্দার, তুমি কখনও ভালুক শিকার করনি?

মুড়ি চিবোতে চিবোতে বুধুর চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে যায়। ভালুক তো তাদের নিত্যসঙ্গী। মাঝে মাঝেই জঙ্গলের ভালুক আদিবাসীদের বস্তিতে হানা দেয়। মানুষের খাবারের দিকে ওদের ভীষণ লোভ।

ছোটোরা বসে গল্প শুনতে থাকে। কোন দূর অজানা এক পাহাড়-ঘেরা গ্রামে ওদের মন হারিয়ে যায়।

কদিন ধরে রামের শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে জ্বর আসে কাঁপুনি দিয়ে। খুব শীত করে।

বুধু সর্দার গল্প বলে। সে তখন খুব ছোটো। রাম-শ্যামের মতোই ছোটো। সে আর তার ভাই জঙ্গলে মহুয়া ফুল কুড়োতে গেছে। বসন্তের বিকালে তারা জঙ্গলের অনেকটা ভিতরে চলে গেছে।

রাম তখন আর নিজের মধ্যে নেই। সে ছোট্ট বুধু সর্দারের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সে যেন নিজেই মহুয়া কুড়িয়ে ঝুলি ভরছে। সঙ্গে আছে তির-ধনুক। আর সঙ্গী তার শ্যাম।

"টুঙ্গাই পালা—পালা, ভালু"—ডাক শুনে রাম মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে দূরে শ্যাম দৌড়োচ্ছে। তার পিছনে কুচকুচে কালো একটা ভালুক। ফুলের ঝুলি ফেলে রাম দৌড় দিল ভালুকের পিছনে।

দৌড়োতে দৌড়োতে রাম কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তার সামনে এত লোক—কাউকে সে দেখছে না। কেবল দেখছে শ্যাম তার সামনে দৌড়োচ্ছে—বনজঙ্গল পার হয়ে। কালো ভালুকটা তাকে তাড়া করে চলেছে।

দৌড়োতে দৌড়োতে রাম একটা প্রকাণ্ড জলাভূমির কাছে চলে এল। শ্যামকে ছেড়ে ভালুকটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

গোধূলির মায়াময় আলোয় রাম এক আশ্চর্য ঘটনা দেখল। তার সামনে আর শ্যাম দৌড়োচ্ছে না। খুব সাধারণ এক জংলি ছেলে তার সামনে।

রাম হাঁক দিল, শ্যাম দাঁড়া। ভালুক নেই, পালিয়েছে। জংলি ছেলেটা দাঁড়াল। পশমওলা চামড়া তার পোশাক। রাম তাকে চিনতে পারল না। বোকার মতো তার কাছে এল। ছেলেটা কেমন রহস্যময় জংলি ভাষায় বলল, কীরে টুঙ্গাই! কী হল তোর। বলেই সে তার গায়ে হাত দিল।

রাম শিউরে উঠল। তার শরীরে যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগল। সে বুঝল তার নিজের শরীরটাও চামড়ার পোশাকে ঢাকা। রাম যেন ভুলেই গিয়েছিল সে টুঙ্গাই। সে যেন ঘুম থেকে উঠে এল।

—হ্যাঁরে মঙ্গান, দৌড়োচ্ছিস কেন? ভালু তো ভেগেছে।

বোকার মতো হাসল মঙ্গান। দুজনে জংলি গান গাইতে গাইতে জলার পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। বাড়ি ফিরতে হবে।

প্রকাণ্ড জলাভূমি। বহুদূরে ওপারে অস্পষ্ট একটা ঘন জঙ্গলের সবুজ রেখা আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। তার ওপর লাল কমলা-বেগুনি রঙের মেঘের পাহাড়। কিছুক্ষণ আগে সূর্যটা ওখানেই অস্ত গেছে। ওদিকে মুখ করে দুজন আদিম মানবপুত্র এগিয়ে যেতে লাগল। ঝিলের তীর ছেড়ে জঙ্গলের ভিতরে।

গভীর জলাশয়ের কালো জলে রাঙা মেঘের ছায়া পড়ে জলকে রাঙিয়ে দিয়েছে। এক ঝাঁক বুনো হাঁস প্যাঁক-প্যাঁক করে জঙ্গলের দিকে উড়ে গেল। পানকৌড়ির দল মালার মতো সারি বেঁধে উড়ে গেল। বাসায় ফিরতে হবে। জংলি টুঙ্গাই আর মঙ্গান জোরে হাঁটতে লাগল। পাহাড়তলিতে তাদের গ্রামের উদ্দেশে।

হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে শুরু হল ঝিম ঝিম করে। দুজনে একটা বড়ো গাছের নীচে দাঁড়াল। বৃষ্টি যখন থামল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অজানা অচেনা জঙ্গলে সন্ধেবেলা

ওরা ভয় পেল। এই বড়ো ঝিলের কাছে ওরা কখনও আগে আসেনি। তাদের গ্রামে পাহাড়তলির অদূরে যে ভেড়ি আছে সেটাই তারা দেখেছে। বড়োদের মুখে ভয়ংকর গল্প তারা শুনেছে। এটাই কি তবে সেই ঝিল যার ওপারে আছে আরও একটা গ্রাম পাহাড়তলিতে, ঠিক তাদের গ্রামের মতোই। যেখানে বাস করে খুব হিংসুটে হিংস্র লোক। যারা ছোটো ছোটো ছেলে ধরে পুড়িয়ে খায়।

তারও ওদিকে অনেক অনেক দূরে এই উঁচু পাহাড় ছাড়িয়ে গেলে আছে আরও একটা জলাশয়। ওটা দেবতার আস্তানা। যে ওখানে যায় সে আর ফিরে আসে না। একবার মাত্র তাদের গাঁয়ের এক সাহসী লোক ওখানে গিয়েছিল আর বেঁচে ফিরে এসে তার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল। তবে ফিরে এলেও সে বাঁচেনি তারা সারা শরীরে দগদগে ক্ষত হয়েছিল। ভীষণ যন্ত্রণায় সে ছটফট করত। মারা যাবার আগে তার দশাসই শরীরটা কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছিল।

অচেনা জঙ্গলে ঘোর অন্ধকার সন্ধ্যায় তারা গাঁয়ে ফেরার কথা ভাবতেও পারল না। মঙ্গান ভয়মিশ্রিত কাঁপা স্বরে বলল, কী করবি টুঙ্গাই! গাঁয়ে ফিরবি কী করে?

টুঙ্গাই এই কথাই ভাবছিল। নিরুপায় হয়ে তারা গাঁয়ে ফেরার আশা ছেড়ে দিল। কাল সকালে দিনের আলোয় পথ চিনে বাড়ি যাবে। দুজনে বড়ো গাছটায় উঠে পড়ল।

গাছের ওপর থেকে ঝিলের দিকে তাকিয়ে তারা অবাক হয়ে গেল। বৃষ্টিভেজা ঘাসের ভিতর থেকে ছোটো ছোটো আলোর বিন্দু বেরিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল চারদিকে। আদিম মানব সমাজে এই আলোর বিন্দু হল দেবতার দূত। এরা সন্ধেবেলা বেরিয়ে তাদের জঙ্গলের খবর নেয়। কেউ কোথায়ও অধর্ম করলে ওরা তাদের গায়ে বসে। ওই আলোয় গা পুড়ে যায় না। তবে হাত দিলে হাতে আলো লেগে যায়। যারা এই আলো ধরে বা যাদের গায়ে আলো লাগে তারা যদি পাপী হয় তবে রোগে ভোগে। পেটের রোগ হয়। ব্যথা হয়। বড়োদের মুখে এসব শুনেছে তারা। দুজনে চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে রইল গাছে।

একটা আলোর বিন্দু মঙ্গানের সামনে আসতেই সে জোরে ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিতে চাইল। গাছের মোটা ডালের সাথে চেপে তা থেকে আলো লেগে গেল মঙ্গানের হাতে। সে আর্তনাদ করে উঠল।

—ভয় নেইরে! ও তো জোনাকি। কিচ্ছু হবে না।

—প্রলাপ বকছে! এত জ্বর!

শুধু একটা কথা বলে রাম আবার ফিরে গেল তার কল্পনার জগতে। খামারে বুধু সর্দারের মুখে গল্প শুনতে শুনতে তার জ্বর আসে। প্রবল জ্বর। জ্বরের মধ্যে গল্প শুনতে শুনতে সে কল্পনার জগতে হারিয়ে যায়। গল্প শেষ হয়েছে। তাকে তুলে এনে বিছানায় লেপ চাপা দিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার এসে তাকে দেখে

ক্লোরোকুইন খেতে দিয়েছেন ম্যালেরিয়া সন্দেহ করে। রক্ত পরীক্ষা করাতে বলেছেন—এসব রাম কিছুই জানে না। কেবল মাঝে মাঝে গোঁঙানির মতো কী যেন বলতে চেয়েছে। কেউ তা বুঝতে পারেনি।

রাম তখন এক আলো-আঁধারির জগতে বিচরণ করছে। চেতন আর অবচেতনের মাঝে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে। একবার তার কানে বাস্তব জগতের কথাবার্তা আসে আর পরক্ষণেই তা হারিয়ে যায়। সে আবার ডুবে যায় হাজার হাজার বছর আগের এক বিস্মৃত জীবনে।

রাত গভীর হতে থাকল। জোরে বাতাস বইতে শুরু হল। বৃষ্টি থেমে গেলেও ভিজে গায়ে শীতল বাতাস লেগে শীতশীত করতে লাগল। দূরে ঝিলের জলে একদল বৃহদাকার প্রাণী স্নান করছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবে জলের আলোড়ন শোনা যাচ্ছে। ভয়ে আর শীতে কাতর দুটি আদিম মানব শিশু—একে অপরকে জড়িয়ে ধরে জড়োসড়ো হয়ে গাছে বসে রইল।

অদূরে একটা গাছের ঝোপ-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল টুঙ্গাই। সেদিকে মঙ্গানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ওটা কী বলতো?

মঙ্গান দেখল পুরো ঝোপটাই যেন এত দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অন্ধকারেও যেন গাছগুলো থেকে আলো বের হচ্ছে। যেন আলো-জ্বলা পোকাগুলো তাদের আলো ওই গাছগুলোর পাতায় মাখিয়ে দিয়েছে। একটু আগে যেমন আলো লেগে গিয়েছিল তার হাতে।

দূরে ঝিলের ওপার থেকে টিপ টিপ করে শব্দ হতে শুরু হল। ক্রমশ শব্দ বাড়তে লাগল। একসঙ্গে কয়েকজন যেন মাদল বাজাচ্ছে। ওদিকে তাকিয়ে দেখল অন্ধকার ভেদ করে মশাল জ্বলছে। ওরা বুঝতে পারল সেই হিংস্র মানুষদের গাঁয়ে উৎসব হচ্ছে। লাল আগুনের আভায় চারিদিক অদ্ভুত দেখাচ্ছে।

অচেনা জঙ্গলে অচেনা ঝিলের পাশে কেবল আকাশটাই চেনা বলে মনে হল। হাজার হাজার তারা জ্বলছে। ঠিক তাদের গাঁয়ের মতোই। অনেক তারা তাদের চেনা বলে মনে হল।

মাঝরাতে তামার মতো লালচে চাঁদ উঠল। সে চাঁদ বড়ো ম্লান। তার আলোয় বিশেষ কিছু দেখা গেল না। একটু একটু করে যেন আলো বাড়তে থাকল। সেই মায়াময় চাঁদের দিকে তাকিয়ে মেঘের সাথে চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখতে দেখতে কোন এক স্বপ্নপুরীতে হারিয়ে গেল দুজন।

রাতের মুক্ত অরণ্যপ্রকৃতিকে আদিম মানুষ ভয় পেত। নানা রহস্য লুকিয়ে থাকে তার লতা গুল্ম বৃক্ষে। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের গর্জন দূরের কোনো প্রান্তর থেকে ভেসে আসছে। কাছাকাছি রাতজাগা পাখির ডানা ঝাপটানি আর কর্কশ আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হয়ে যাচ্ছে।

রাত কেটে ভোর হয়। ঘুম ভাঙা পাখির কলকাকলিতে ভোরের বাতাস মুখরিত হয়। হনুমানের দল ঘুম ভেঙে ডাক শুরু করে। শুরু হয় তাদের কর্মময় দিন।

এসব শুনে রামের ঘুম ভেঙে যায়। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ঘরের ছাদের দিকে। কোথায় হারিয়ে গেল স্বপ্নের সেই রাজ্য। গাছের ওপর দুভাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভেঙে সেই নির্জন অরণ্যভূমি, বিস্তীর্ণ জলাভূমির বদলে মশারির ঘেরাটোপে রাম অস্বস্তি বোধ করল। সে আবার ঘুমিয়ে যেতে চাইল। ভাবতে লাগল রাতের স্বপ্নের কথা।

টুঙ্গাই আর মঙ্গান গাছ থেকে নেমে আসে। রাতের অন্ধকারে নির্জন অচেনা অরণ্যকে ভয় লাগলেও দিনের আলোয় তাকে অতটা ভয় পাবার কিছু নেই। দূর দিগন্তে কোথায় যেন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে সামনের ঝিলটা। ওদিকেই আছে মানুষখেকো আদিবাসীদের গাঁ। রাম তখন আর সভ্য জগতের কেউ নয়। সে টুঙ্গাই, তার ভাই শ্যাম মঙ্গান। দুজন আদিম মানবশিশু ঝিলের ধারে বেড়াতে লাগল।

আকাশে একঝাঁক বুনো হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁকানি শুনে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল ওরা। হাঁসের দল ঝিলের জলে নেমে সাঁতার কাটতে লাগল। মালার মতো সারি বেঁধে এল পানকৌড়ির দল। এরাই ঝাঁক বেঁধে উড়ে গিয়েছিল গত কাল সন্ধ্যায়।

ঝিলের জলে রাঙা সূর্যের আলো পড়েছে। রাঙা মেঘের ছায়া পড়েছে। তারই মাঝে হাঁস আর পানকৌড়ির মেলা বসেছে। ধারে ধারে শাপলা ফুটেছে—সাদা, নীল, লাল, গোলাপি। তাদের ফাঁকে ফাঁকে একপায়ে খাড়া হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে বক যেন তপস্যা করছে। আর মাঝে মাঝে ঝুপ করে জলে ঠোঁট ডুবিয়ে ছোটো ছোটো মাছ তুলে গিলে খাচ্ছে। গাছের ডাল থেকে মাছরাঙা জলের ওপর তিরের মতো হঠাৎ পড়ে মাছ ঠোঁটে নিয়ে গাছের ডালে বসে খাচ্ছে। এসব দেখতে দেখতে মঙ্গান আর টুঙ্গাই যেন তাদের গাঁয়ে ফেরার কথা ভুলেই গেল।

চলতে চলতে এক জায়গায় টুঙ্গাই দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছন দিকে তাকিয়ে সেই বড়ো গাছটা খুঁজতে চাইল—যে গাছে কাল তারা রাত কাটিয়েছে।

—কী দেখছিস টুঙ্গাই?

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে টুঙ্গাই সামনের লতা ঝোপের দিকে দেখিয়ে বলল, এগুলোই আমরা কাল রাতে দেখেছিলাম। আলোর পোকার মতো এদের পাতাগুলোও দূর থেকে দেখা যাচ্ছিল।

দুজনে ওই লতাগুলোর পাতা ছিঁড়ে নানাভাবে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। আর পাঁচটা গাছ-গাছালির মতোই সবুজ পাতার ঝোপ একটা। এ কোন্ রহস্য! এ কি ভৌতিক?

—জ্বরটা ছেড়েছে বাবা? এ কী! ঘাম হচ্ছে তো। রামের মা তাঁর হাতটা কপালে বুলিয়ে দিতেই রাম জেগে উঠল আধা ঘুম আর আর আধা জাগরণের জগৎ থেকে। মায়ের দিকে সে কেবল তাকিয়েই রইল। কোনো কথা বলল না।